সংবাদ

3 OCT 2017

জনে জনে জনতা

শিক্ষা ডিজিটাল হোক

মোস্তাফা জব্বার

পর্ব তিন।

বাংলাদেশের জন্য ডিজিটাল স্কুল গড়ে তোলা একটি দারুণ চ্যালেঞ্জের বিষয়। আমরা লেখাপড়া করতেই শুরু করেছি মাত্র। আমাদের এখনও বড় চ্যালেঞ্জ শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আনা এবং সেখানে ধরে রাখা। বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রী ঝরে পড়ায় শিক্ষার সম্প্রসারণই কঠিনতম চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন যদি আবার সেই শিক্ষাকে ডিজিটাল করতে হয় তবে তার অবস্থা কি হবে সেটি পূর্বধলার আরবান একাডেমি থেকে শুনতে পারি।

ঘ) ডিজিটাল স্কুল পরিচালনার চ্যালেঞ্জসমূহ : দীর্ঘদিন ধরে বই-খাতা নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থার বাইরে গিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারার শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন বাস্তবিক পক্ষেই কষ্টসাধ্য। আরবান একাডেমি একেবারেই বেসরকারি উদ্যোগে প্রথম শ্রেণীতে পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল ক্লাস পরিচালনার অভিজ্ঞতার আলোকে যেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে তা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো। ১) সার্বিক কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন ব্যয়বহুল। ২) ডিজিটাল ক্লাস উপযোগী দক্ষ ও প্রশিক্ষিত শিক্ষকের সংকট। ৩) ডিজিটাল শিক্ষা বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন না থাকা সমস্যার তৈরি করে। ৪) নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সুবিধা না থাকায় উপকরণ ব্যবহারে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। ৫) প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমে অভিভাবক পর্যায়ে সঠিক ধারণার অস্পষ্টতা রয়েছে। ৬) শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকল মহলে স্বচ্ছ ধারণা ও দক্ষতার অভাব আছে। ৭) উপকরণ ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষনে নষ্ট হবার ঝুঁকি বেশি থাকে। ৮) শিক্ষার্থী ও শিক্ষক বান্ধব প্রয়োজনীয় কনটেন্ট এর অপর্যাপ্ততা রয়েছে। ৯) শিক্ষার্থীদের পারিবারিক পর্যায় থেকে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে যথাযথ সহযোগিতা করা হয় না। ১০) ডিজিটাল ক্লাস বাস্তবায়নে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার অপর্যাপ্ততা রয়েছে। ১১) সার্বিক বিবেচনায় ডিজিটালক্লাসবান্ধব প্রশাসনিক পরিবেশ গড়ে ওঠেনি। ১২) প্রাথমিক শিক্ষায় তেমনভাবে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ডিজিটাল শিক্ষা কার্যক্রমে যুক্ত না থাকায় অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ কম।

আরবান একাডেমির মূল্যায়নটি যথাযথ। তারা যেসব চ্যালেঞ্জগুলোর কথা বলেছে তারা প্রতিটি বর্ণে বর্ণে সত্য। তাদের পর্যবেক্ষণ বাস্তবসম্মত এজন্য যে তারা একেবারে তৃণমূল থেকে চ্যালেঞ্জগুলোকে দেখেছে। শহরে হয়তো এইসব চ্যালেঞ্জের সবগুলো পাওয়া যাবেনা। তবে কম বেশি এমন চ্যালেঞ্জ আমাদের পুরো শিক্ষাব্যবস্থাকেই মোকাবেলা করতে হবে।

আরবান একাডেমির মূল্যায়ন পত্রে তারা অনেকটা আশাবাদের কথাও বলেছে। তাদের মতে, তবে এই কথাটি মনে রাখা দরকার যে বিশ্বায়নের বর্তমান এই সময়ে প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা বাস্তবায়নে ডিজিটাল ক্লাস পরিচালনা বাস্তবিক পক্ষেই সময় উপযোগী। দেশের সর্বক্ষেত্রে ডিজিটাল সেবার দ্রুত প্রসার ও অগ্রগতি তা শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রেও অতিব গুরুত্বপূর্ণ। দেশের অবকাঠামোগত সুবিধা ও অন্যান্য প্রস্তুতি বিবেচনায় ডিজিটাল শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করে সঠিক পথে অগ্রসর হয়ে আরবান একাডেমি কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রথম শ্রেনীর পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল ক্লাসরুম শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তরের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষায় এটা নিঃসন্দেহে এক নব দিগন্তের, সূচনা করবে।

পূর্বধলার এই স্কুলটি তাদের ডিজিটাল ডিভাইস কার্যক্রম আরও সম্প্রসারিত করেছে। ১৭ সালে তাদের বিদ্যমান ট্যাবগুলোর সাথে আরও ১৫টি নতুন ট্যাব যোগ করেছে। আর্থিক দৈন্যের জন্য তারা একটি ট্যাবে কখনও কখনও ২ জন শিক্ষার্থীকে লেখাপড়া করাচ্ছে।

পূর্বধলার এই অভিজ্ঞতার আরও প্রতিফলন ঘটানো হচ্ছে। চট্টগ্রামের ন্যাশনাল প্রাইমারি স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির ১০০ শিশুর হাতেও ট্যাব দেয়া হয়েছে। রবির সৌজন্যে দেয়া এই ট্যাবগুলো ক্লাসরুমকে বদলে দিয়েছে। শুরুতে শিক্ষকরা এর মাধ্যমে তেমন কোন ভালো অবস্থান তৈরি করতে পারেননি। ১৭ সালে এসে তারা বেশ গুরুত্ব দিয়েই ট্যাব ব্যবহার করা শুরু করেছে। টেলিফোন শিল্প সংস্থার স্বদেশ ট্যাব দিয়ে গড়ে তোলা এই ক্লাসরুমটির অবস্থা এত ভালো যে এক বছর পরও তাদের কোন ট্যাব নষ্ট হয়নি।

২০১৭ সালে দেশব্যাপী আরও একটি বিপ্লব ঘটেছে। বিজয়-নেটিজেন এর যৌথ উদ্যোগে এই বছরে দেশের প্রায় প্রতিটি জেলা-উপজেলা-বিভাগ পর্যায়ে হাজার হাজার স্কুলে ডিজিটাল কনটেন্ট উপস্থাপন করা হয়েছে। হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ডিজিটাল ... অবস্থা [illegible] প্রাথমিকভাবে সবস্তরেই এ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি শিক্ষার্থী ও স্কুল কর্তৃপক্ষের ব্যাপক আগ্রহ দেখা গেছে। ২০১৬-১৭ সালের নতুন অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাল করে শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তরে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি করা যায়। নেটিজেন আইটিসহ দেশের অনেক সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠান স্কুল ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার উন্নয়ন করেছে এবং বিশেষত নেটিজেন হাজারের মতো প্রতিষ্ঠানে এই সফটওয়্যার প্রয়োগও করতে পেরেছে। এরই ধারাবাহিকতায় দেশে আয়োজিত হয়েছে প্রথম ডিজিটাল শিক্ষা সম্মেলন।

নতুন মাত্রা : ২০ সালেই ডিজিটাল : অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেছেন যে, ডিজিটাল শিক্ষা সৈনিকরা যেভাবে কাজ করছে তাতে বাংলাদেশে শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তর ২০৪০ সালের বদলে ২০২০ সালেই হয়ে যাবে। দেশটির ডিজিটাল রূপান্তরও একই সময়ে হবে বলে মাননীয় মন্ত্রী আশা করেন। গত মঙ্গলবার ২৬ সেপ্টেম্বর ১৭ রাজধানীর বিয়াম মিলনায়তনে বেসিস সভাপতি মোস্তাফা জব্বারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দেশের প্রথম ডিজিটাল শিক্ষা সম্মেলনে তিনি একথা বলেন। ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপরেখা প্রণয়নে বেসিস সভাপতির অবদানের কথা উল্লেখ করে অর্থমন্ত্রী দেশটির ডিজিটাল রূপান্তরের অগ্রগতির বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশকালে নওগাঁ-৬ এর সংসদ সদস্য ইস্রাফিল আলম বলেন যে, দেশের প্রতিটি উপজেলা ও গ্রামকে ডিজিটাল করতে হবে। তিনি শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তরে নেটিজেন ও বিজয় ডিজিটালের প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়ে একে সহায়তা করার আশ্বাস প্রদান করেন। বিশেষ করে তিনি তার সংসদীয় আসনসহ তৃণমুল পর্যায়েও শিক্ষাকে ডিজিটাল করার দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি শিক্ষা সচিব সোহরাব হোসেন বলেন যে, সরকার শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তরে বেসরকারি খাতের প্রচেষ্টাকে সকল প্রকারের সহায়তা করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি বিজয়-নেটিজেনের ডিজিটাল শিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রমকে প্রশংসা করেন। একই সাথে তিনি ডিজিটাল শিক্ষাব্যবস্থাকে একটি মানে দাঁড় করানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

বেসিস সভাপতি মোস্তাফা জব্বার তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে সারা দুনিয়ার বদলে যাওয়া প্রেক্ষিতকে বিবেচনা করে যদি আমরা এখনই জ্ঞানকর্মী গড়ে তুলতে না পারি তবে ডিজিটাল যুগে আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। তিনি প্রাথমিক স্তরে কম্পিউটার শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার আহ্বান জানান। একই সাথে তিনি শিশুদের প্রোগ্রামিংয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ করেন। প্রাসঙ্গিকভাবে বেসিস স্কুল শিক্ষকদের প্রোগ্রামিংয়ের জন্য যে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে এবং শিশুদের প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার যে আয়োজন করছে তার উল্লেখ করেন। বেসিস সভাপতি সরকারের প্রতি ডিজিটাল শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে সহায়তা করার আহ্বান জানান।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে হলে ডিজিটাল শিক্ষা সবার আগে এই স্লোগানের ওপর প্রথম ডিজিটাল শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সারাদেশ থেকে আগত বিজয়-নেটিজেনের সহস্রাধিক শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তরের কর্মীদের সরব উপস্থিতিতে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত সম্মেলনটিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত এমপি। এত সভাপতিত্ব করেন সম্মেলনের মূল আয়োজক তথ্যপ্রযুক্তিবিদ মোস্তাফা জব্বার। সেমিনারে বিজয় শিশুশিক্ষার ওপর প্রেজেন্টেশন তুলে ধরেন, বিজয় ডিজিটালের সিইও জেসমিন জুঁই, স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন নেটিজেন আইটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক রায়হান নোবেল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, নওগাঁ ৬ আসনের সংসদ সদস্য ইস্রাফিল আলম, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সচিব মোঃ সোহরাব হোসাইন এবং নওগাঁ ও ফরিদপুরের জেলা প্রশাসকগণ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি গোলকে বাস্তবে রূপ দিচ্ছে প্রতিটি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের এই উদ্যোক্তা কমিউনিটি। তারা বদলে দিচ্ছে দেশের কাগুজে শিক্ষা ব্যবস্থা। শিশুর পিঠের ভারি ব্যাগ ভর্তি রসকষবিহীন মৃত বইয়ের পরিবর্তে তুলে দিচ্ছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় জীবন্ত ডিজিটাল বই 'বিজয়' যাতে মজায় মজায় সব পড়া শিখে যায় সারা বছরের সিলেবাস মাত্র কয়েক মাসেই। শিক্ষকগণও অধিক আনন্দ নিয়ে পড়াতে পারেন ছাত্র-ছাত্রীদের। পুরনো ধাঁচের কাগুজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনার চাপে পৃষ্ট শিক্ষকদের ক্লারিক্যাল ঝামেলাপূর্ণ কাজগুলো নেটিজেনের এডুম্যান সফটওয়্যারের মাধ্যমে সম্পন্ন হওয়ায় সময় ও অযথা খাটুনি বেঁচে যাচ্ছে শিক্ষকদের। তারা সৃজনশীল পাঠদানে অধিক মনোযোগ দিতে পারছেন। অভিভাবকগণ ঘরে বসেই এসএমএস ও অনলাইনে পেয়ে যাচ্ছেন সন্তানের সর্বশেষ ও প্রয়োজনীয় সকল আপডেট। এই এডুম্যান সফটওয়্যারটি ইতিমধ্যেই সারাদেশে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। বিজয়-নেটিজেনের কমিউনিটি পার্টনারগণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে গিয়ে সফটওয়্যার পরিচালনার প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। বিজয় শিশু শিক্ষা সফটওয়্যার দিয়ে মডেল ক্লাস নিয়ে নিয়ে প্রশিক্ষিত করছেন শিক্ষকদের। সম্মেলনে উপস্থিত বক্তারা এই মহতি উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

অন্যদিকে সরকার প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৬ হাজার ছাত্রছাত্রীর হাতে ট্যাব দিয়ে, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ও ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার দিয়ে ক্লাস নেবার প্রকল্পটি এখন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর বাস্তবায়ন করছে। এটি একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্পই হবে না– এটি হবে একটি মাইলফলক কাজ। সার্বিকভাবে এটি বলাই যাবে যে শিক্ষার ডিজিটাল যাত্রা অব্যাহত থাকবেই। *(সমাপ্ত)*

ঢাকা, ১ অক্টোবর ১৭

[**লেখক :** তথ্যপ্রযুক্তিবিদ, কলামিস্ট, দেশের প্রথম ডিজিটাল নিউজ সার্ভিস আবাসের চেয়ারম্যান- সাংবাদিক, বিজয় কিবোর্ড ও সফটওয়্যারের জনক]

mustafajabbar@gmail.com,